Islami Ain O Bichar
Vol. 19, Issue:76
October-December 2023

ISSN:1813-0372, E-ISSN:2518-9530
submission: 2023-10.10
Published: 2024-01.11

DOI: https://doi.org/10.58666/iab.v19i76.238

Islamic Guidelines for Preventing Food Adulteration The Food Vendor's Practice Context

Amirul Islam*

Abstract

The root cause of several chronic and complicated illnesses is contaminated food. Families are left emotionally, financially, and physically devasted when they have to pay more for the medical care of a sick member who was exposed to contaminated food. In the eyes of Islam, adulterers of food violate the rights of the consumer by perjury and deception, unjustly consume the wealth of others and push the consumers towards death by supplying adulterated food. The essay employs qualitative research methodologies to investigate the application of Islamic guidelines in preventing food vendors from adulterating food. The research has demonstrated that the adulteration of food is influenced by the buyer's unreasonable demands, ignorance, irregularities of the parties involved, corruption and bribery, extortion of local influential persons, additional bribery of government fees to obtain business licenses and other services, and the vendor's greed for increased profit. While the study does not provide an overall picture of food adulteration, it does provide a realistic picture of food vendors' reflections and practices on food adulteration, which will be useful to food-related researchers, students and policy makers.

Keywords: Food, Prevention of Adulteration, Islamic Guidelines, Food Vendor, Real Picture of Practices.

খাদ্যে ভেজাল রোধে ইসলামী নীতি : খাদ্যবিক্রেতার অনুশীলন প্রসঙ্গ

সারসংক্ষেপ

ভেজাল খাদ্য বহু জটিল ও দীর্ঘস্থায়ী রোগের কারণ। ভেজাল খাদ্য খেয়ে রোগাক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসায় পারিবারিক ব্যয় বৃদ্ধি পায়, যা একটি পরিবারকে আর্থিক, মানসিক ও শারীরিকভাবে বিপর্যস্ত করে ফেলে। ইসলামের দৃষ্টিতে খাদ্যে ভেজালকারীরা মিথ্যা শপথ ও প্রতারণা করে ক্রেতার অধিকার নষ্ট করে, অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ ভক্ষণ করে এবং ভেজাল খাবার দিয়ে ভোক্তাকে মরণব্যাধির দিকে প্রভাবিত করে। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে গুণবাচক গবেষণা (Qualitative Research) পদ্ধতির মাধ্যমে খাদ্যবিক্রেতা কর্তৃক খাদ্যে ভেজাল রোধে ইসলামী দিকনির্দেশনা অনুশীলনের বাস্তবতা অনুসন্ধান করা হয়েছে। গবেষণায় উঠে এসেছে যে, ক্রেতার অযৌক্তিক চাহিদা, অসচেতনতা, তদারকি সংশ্লিষ্ট একাংশের অনিয়ম, দুর্নীতি ও ঘুষ, স্থানীয় প্রভাবশালীদের চাঁদাবাজি, ব্যবসা সংক্রান্ত লাইসেন্স ও অন্যান্য সেবা পেতে সরকারি ফির অতিরিক্ত ঘুষ গ্রহণ এবং বিক্রেতার অধিক মুনাফার লোভ খাদ্যে ভেজাল মেশাতে প্রভাবিত করে। এ গবেষণায় খাদ্যে ভেজালের সামগ্রিক চিত্র ফুটে না উঠলেও খাদ্যে ভেজাল সম্পর্কে খাদ্যবিক্রেতাদের চিন্তার প্রতিফলন ও অনুশীলনের বাস্তব একটি চিত্র ফুটে উঠেছে, যা খাদ্য সংশ্লিষ্ট গবেষক, শিক্ষার্থী ও নীতি নির্ধারকদের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

মূলশব্দ: খাদ্য, ভেজাল রোধ, ইসলামী নীতি, খাদ্যবিক্রেতা, অনুশীলনের বাস্তবতা

* Amirul Islam is an Assistant Professor, Islamic Studies, OSD, Directorate of Secondary and Higher Education, Dhaka. MPhil Researcher, Institute of Bangladesh Studies, University of Rajshahi. e-mail: amirulru.2008@gmail.com

ভূমিকা

জীবনধারণ ও দেহের পুষ্টিসাধনের জন্য খাদ্য অপরিহার্য উপাদান। নিরাপদ খাদ্য গ্রহণের অধিকার মানুষের মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকারের অংশ (The Constitution, Article15a & Human Rights1948, Article 25)। নিরাপদ খাদ্য সুস্থ দেহ, সুস্থ মন এবং তৃপ্তিদায়ক জীবনের পাথেয় তৈরি করে। অপরদিকে অনিরাপদ খাদ্য অসুস্থতা, অস্থিরতা ও মানসিক যন্ত্রণার কারণ। অনিরাপদ খাদ্যের অন্যতম মাধ্যম খাদ্যে ভেজাল মেশানো। খাদ্যকে আকর্ষণীয় করতে প্রাচীনকাল থেকেই তাতে রং মেশানো হয়। তাছাড়া পচনরোধ, সংরক্ষণ ও অপরিপক্ব ফল পাকানোর ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ করা হয়। ফলে তা ভেজাল খাদ্যে রূপান্তরিত হয়। বর্তমানে বিশাল জনসংখ্যার চাহিদা বৃদ্ধির কারণে খাদ্যে ভেজাল ভয়াবহ রূপধারণ করেছে (Bhatt 2010, 6)। ভেজাল খাদ্য খেয়ে ক্যান্সার, কিডনি বিকলতা, হৃদ্‌রোগ, জন্ডিস, উচ্চ রক্তচাপ, পেটের পীড়া, চর্মরোগ, স্নায়বিক দুর্বলতাসহ শারীরিক ও মানসিক ভারসাম্যহীনতার কবলে পড়ছে সাধারণ মানুষ। বিশেষ করে শিশুদের অপুষ্টি, হার্টের ছিদ্র, ঠোঁট কাটা, তালু কাটাসহ বিভিন্ন সমস্যার কারণ খাদ্যে ভেজালের উপস্থিতি। ইসলামের দৃষ্টিতে খাদ্যে ভেজালকারীরা মিথ্যা শপথ গ্রহণ, প্রতারণা করা, মানুষের হক নষ্ট করা, অন্যায়ভাবে সম্পদ ভক্ষণ, ভোক্তাকে অন্যায়ভাবে হত্যাসহ নানাবিধ অপরাধের সাথে জড়িত। এগুলো ইসলামী শরীয়তে বড় ধরনের অপরাধ। এ সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّى

যে ব্যক্তি প্রতারণা করে সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয় (Muslim 2000, 102)।

এ প্রতারণার অন্যতম মাধ্যম মিথ্যা কথা বলা। অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

اياكم والحلف فى البيع فانه ينفق ثم يمحق

> তোমরা ক্রয়-বিক্রয় করার সময় মিথ্যা শপথ থেকে বিরত থাকো। কেননা, মিথ্যা শপথের ফলে পণ্য বিক্রয় হলেও তার বরকত নষ্ট হয়ে যায় (Abū Dāwūd 1999, 3474)।

অধিকাংশ খাদ্যবিক্রেতা ভেজালকারীদের এ সকল কর্মকাণ্ড যে অপরাধ সে সম্পর্কে একমত। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে খাদ্যবিক্রেতাদের খাদ্যে ভেজাল রোধে ইসলামী নীতি অনুশীলনের বাস্তবতা অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণাটি একটি গুণবাচক গবেষণা (Qualitative Research)। এই গবেষণায় রাজশাহী মহানগরের ৫টি বাজার এবং রাজশাহী জেলার পুঠিয়া উপজেলার ২টি বাজারসহ মোট সাতটি বাজারের বিক্রেতাদের নিকট থেকে প্রশ্নমালা (আবদ্ধ/Close-ended প্রশ্ন ও উন্মুক্ত/ Open-ended প্রশ্ন) জরিপের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। রাজশাহী মহানগরের বাজার পাঁচটি হচ্ছে; নওদাপাড়া বাজার, রেলস্টেশন-রেলগেট বাজার, কোর্ট বাজার, সাহেব বাজার এবং বিনোদপুর বাজার। পুঠিয়া উপজেলার বাজার দুটি হচ্ছে পুঠিয়া বাজার ও বানেশ্বর বাজার। উল্লেখ্য যে, রাজশাহী অঞ্চলের মধ্যে পুঠিয়া উপজেলায় খাদ্যে ভেজালের পরিমাণ বেশি দেখা যায় (Al Maruf, 2022)। এই গবেষণায় প্রতি বাজার থেকে ১০ জন করে খাদ্য বিক্রেতাকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে বাছাই করে মোট ৭০ জনের মতামত নেওয়া হয়েছে। বিক্রেতা বলতে পণ্যের উৎপাদনকারী, প্রস্তুতকারী, সরবরাহকারী এবং পাইকারি ও খুচরা বিক্রেতাকে বুঝানো হয়েছে (Vokta 2009, 2751)। হোটেল-রেস্তোরাঁ, ফাস্ট ফুড, মিষ্টি, বেকারি পণ্য ও ফলমূল বিক্রেতার নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

৭০ জন সাক্ষাৎকার প্রদানকারী খাদ্য বিক্রেতার শ্রেণিবিন্যাস

উৎপাদনকারী	১২ জন
প্রস্তুতকারী	৪ জন
সরবরাহকারী	৪ জন
পাইকারি বিক্রেতা	১০ জন
খুচরা বিক্রেতা	৪০ জন
সর্বমোট	**৭০ জন**

৩. খাদ্যে ভেজালের পরিধি

ভেজালের আরবী প্রতিশব্দ মাগশুশ, মামযুক, আল-গিশ্‌শ ও মুযায়্যাফ (مُزَيَّف-الغِشُّ- مَغْشُوشْ -مَمْذُوق) ইত্যাদি। الغش শব্দটি الخداع বা প্রতারণা অর্থে ব্যবহৃত হয় (Abū Ḥabīb 1988, 274)। আবার فسد বা বিশৃঙ্খলা অর্থেও এর ব্যবহার রয়েছে (Al ‘Asqalānī 1379H, 9/272)। আরবীতে المغشوش هو غير الخالص। বা ভেজাল বলতে খাঁটি এর বিপরীত অর্থ বোঝায় (Nasmān 2019, 8)। তবে আল-গিশ্‌শ (الغِشُّ) শব্দটি প্রতারণা ও ভেজাল অর্থে বহুল প্রচলিত এবং আল্লাহর রাসূল ﷺ এই শব্দটি ব্যবহার করেছেন (Muslim 2000, 102)। খাদ্যের উৎপাদন থেকে শুরু করে

প্রক্রিয়াজাতকরণের বিভিন্ন ধাপে, অর্থাৎ ফার্ম থেকে খাবারের টেবিল পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের মিশ্রণ, অননুমোদিত রং-এর ব্যবহার ও অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের উপাদান মিশ্রণ খাবারের আসল মান নষ্ট করে। তখন এ খাদ্যকে ভেজাল খাদ্য বলে। নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ তে বলা হয়েছে,

ভেজাল খাদ্য অর্থ এমন কোন খাদ্য বা খাদ্যদ্রব্যের অংশ,

(ক) যাহাকে রঞ্জিত, স্বাদ-গন্ধযুক্ত, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ বা আকর্ষণীয় করার জন্য এইরূপ পরিমাণ উপাদান দ্বারা মিশ্রিত করা হয়েছে, যে পরিমাণ উপাদান মিশ্রিত করা মানব-স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এবং যা কোন আইনের অধীন নিষিদ্ধ; বা

(খ) যাকে রঞ্জিতকরণ, আবরণ প্রদান বা আকার পরিবর্তন করার জন্য এমন কোন উপাদান মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে মিশ্রিত করা হয়েছে যার ফলে মূল খাদ্যদ্রব্যের ক্ষতি হয়েছে এবং যার ফলে তার গুণাগুণ বা পুষ্টিমান হ্রাস পেয়েছে; বা

(গ) যার মধ্য হতে কোন স্বাভাবিক উপাদানকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে অপসারণপূর্বক অপেক্ষাকৃত স্বল্প মূল্যের ভিন্ন কোন উপাদান মিশ্রিত করার মাধ্যমে আপাত ওজন বা পরিমাণ বৃদ্ধি বা আকর্ষণীয় করে খাদ্যক্রেতার আর্থিক বা স্বাস্থ্যগত ক্ষতি সাধন করা হয় (Nirapod Khaddo, 2013, 8827)।

বিক্রেতা কোনো পণ্যের ত্রুটি গোপন করে এমনভাবে তা বিক্রি করে যে, সেটাকে ভালো ও নিরাপদ মনে হয় কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই উপরের সাথে ভিতরের গুণগত মিল থাকে না। কখনো কখনো মানসম্মত খাদ্যের আদলে অননুমোদিত পন্থায় মানহীন নকল খাদ্য তৈরি করা হয়। “নকল খাদ্য” অর্থ বিক্রয়ের জন্য অনুমোদিত কোনো খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্য-উপকরণের অনুকরণে অননুমোদিতভাবে অনুরূপ খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রস্তুত বা লেবেলিং করা, যার মধ্যে অনুমোদিত খাদ্যের উপাদান, উপকরণ, বিশুদ্ধতা ও গুণগত মান বিদ্যমান থাকুক বা না থাকুক (Nirapod Khaddo 2013, 8826)। খাবারকে আকর্ষণীয় ও সতেজ দেখানোর জন্য এবং স্থায়িত্ব বাড়ানো ও সংরক্ষণের জন্য ভেজাল মেশানো হয়। এক্ষেত্রে খাবার তাজা ও স্বাস্থ্যকর মনে হলেও বাস্তবে ভেজাল গোপন থাকে। বিক্রীত খাদ্যদ্রব্যকে বাইরে থেকে দেখতে সুন্দর মনে হলেও উল্টিয়ে-পাল্টিয়ে দেখলে যদি তার নিচের অংশে উপরের অংশের সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র পাওয়া যায় তাহলে সেটাই হলো প্রতারণা বা ভেজাল (Al ‘Abbād 1421h, 18/ 62)।

রাষ্ট্র নির্ধারিত গুণ ও মানের বিপরীত খাদ্যদ্রব্য ভোক্তাকে সরবরাহ করাকে ভেজাল খাদ্য বলে (Nasmān 2019, 11)। যে সকল কারণে বাংলাদেশে আইনের অধীনে একজন বিক্রেতা অপরাধী হতে পারে; ওজন ও মাপে কারচুপি জেনে-শুনে ভেজাল বা মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য বিক্রয় করা বা বিক্রয়ের প্রস্তাব দেওয়া, নকল পণ্য উৎপাদন, প্রস্তুতকরণ, সরবরাহ এবং পাইকারি ও খুচরা বিক্রয়, স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর রাসায়নিকসহ অন্যান্য দ্রব্যের অননুমোদিত ব্যবহার, মিথ্যা বিজ্ঞাপন দিয়ে ক্রেতা/ভোক্তাদের সাথে প্রতারণা, পণ্য মোড়কজাতকরণে প্যাকেটের গায়ে পণ্যের

উপাদান, মেয়াদ ও সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ইত্যাদির উল্লেখ না থাকা। এছাড়া অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য রাখা, নিম্নমানের উপাদান মিশানো, রোগাক্রান্ত মাছ, পশু ও উদ্ভিদ থেকে খাদ্য সংগ্রহ, নিষিদ্ধ রং মেশানো এবং মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর উপাদান মেশানো খাদ্যে ভেজালের অন্তর্ভুক্ত।

৪. সাহিত্য পর্যালোচনা (Literature Review)

'ইসলামের দৃষ্টিতে মুনাফাখোরী, মজুদদারী ও পণ্যে ভেজাল' নামক গ্রন্থে গবেষক নূরুল ইসলাম (2020) মুনাফা ও সুদের পরিচয়, পার্থক্য ও খাদ্যে ভেজালের বিষয়টি বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি গ্রন্থের শেষাংশে পণ্যে ভেজালের পরিচয় এবং পণ্যে ভেজাল বিষয়ে বাস্তবে প্রকৃত মুসলিমদের আচরণ কেমন ছিলো তা তুলে ধরেছেন। তিনি ইসলামের দৃষ্টিতে পণ্যে ভেজাল এবং ভেজাল প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ে আলোকপাত করেছেন ।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (2014) নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে ব্যর্থতা, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কীভাবে প্রভাবক হিসেবে কাজ করে এবং নিরাপদ খাদ্যের প্রশাসন ও তদারকি ব্যবস্থায় যে অস্বচ্ছতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি রয়েছে সে বিষয়ে *'নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়'* শিরোনামে একটি গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। উক্ত গবেষণা প্রতিবেদনে খাদ্য নিরাপত্তা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় করণীয় বিষয়ে কিছু সুপারিশ তুলে ধরা হয়েছে ।

সূচী রায় ভট্ট (2010) তাঁর *"Impact Analysis of Food Adulteration on Health in Some Selected Urban Area of Varanasi"* শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভে খাদ্যে ভেজালের পরিচয়, ধরন এবং শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে খাদ্য নিরাপত্তা জ্ঞান, খাদ্য নিরাপত্তার অনুশীলন, খাদ্য নিরাপত্তা আচরণ, খাদ্য ব্যবস্থাপনা অনুশীলন, আইনি সচেতনতা এবং বিভিন্ন খাদ্যপণ্যে ভেজালের উপস্থিতি তুলে ধরেছেন। সর্বোপরি খাদ্যে ভেজাল দেওয়ার ফলে মানবদেহে কী ধরনের প্রভাব পড়ে তার উত্তর জানার চেষ্টা করা হয়েছে।

মুহাম্মাদ আব্দুল করীম নাসমান (2019) তাঁর *"জারীমাহ আল-গিশ্‌শ ফিল মাওয়াদ আল-গিযাইয়্যাহ ওয়াল আছার আল-মুতারাততাবাহ আলায়হা"* নামক অভিসন্দর্ভে খাদ্যপণ্যে ভেজালের ধারণা, প্রকরণ ও পদ্ধতি এবং ইসলামী শরীয়তের আলোকে খাদ্যে ভেজাল কী ধরনের অপরাধ সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি মনে করেন, খাদ্যে ভেজালকারীরা আইনগত, বস্তুগত এবং নৈতিকতাবিরোধী– এ তিন ধরনের অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েন। তিনি মানুষের উপর এ অপরাধের ক্ষতিকর প্রভাব এবং এ থেকে মুক্তির জন্য আর্থিক, মানসিক ও শারীরিক শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন।

প্রবন্ধকার মো: জাফর আলী (2022) তাঁর *'উৎপাদিত খাদ্যপণ্যে ভেজাল প্রতিরোধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশনা'* নামক প্রবন্ধে উৎপাদিত খাদ্যপণ্যে ভেজাল প্রতিরোধে

বাংলাদেশে প্রচলিত আইন ও আল্লাহর রাসূল ﷺ এর নির্দেশনার তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। ইসলামী বাজারব্যবস্থা, হালাল পণ্য বাজারজাতকরণ, নম্রতা ও ভদ্রতার সাথে ব্যবসা, নিয়মিত বাজার তদারকির উপর গুরুত্বারোপ করেছেন গবেষক। প্রবন্ধকার সুপারিশ করেছেন সচেতনতা ও তদারকি বৃদ্ধি, আইনের সংস্কার ও প্রয়োগ, পরীক্ষা পদ্ধতির আধুনিকায়ন, ভোক্তার ক্ষতিপূরণ প্রদান, ব্যবসায়ীদের মানসিকতার পরিবর্তনের। বিশেষভাবে আখেরাতের ভয় জাগ্রতকরণ ও তাকওয়ার উন্নয়নে গুরুত্বারোপ করেছেন প্রবন্ধকার ।

প্রবন্ধকার ছিদ্দিকুর রহমান (2020) *'খাদ্যে ভেজাল রোধে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি: একটি পর্যালোচনা'* নামক প্রবন্ধে খাদ্যে ভেজালের স্বরূপ, মানবজীবনে এর ক্ষতিকর প্রভাব, বাংলাদেশে খাদ্যে ভেজালের বর্তমান চিত্র এবং খাদ্যে ভেজাল রোধে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন খাদ্যে ভেজাল দিয়ে প্রতারণার মাধ্যমে বরকতহীন অবৈধ উপার্জন হয়, যা ইবাদাত কবুলে বাধা সৃষ্টি করে। এর মাধ্যমে সত্য-মিথ্যার মিশ্রণ দিয়ে সম্পদ আত্মসাৎ করা হয়, তাই খাদ্যে ভেজাল দেওয়া ইসলামে নিষিদ্ধ ।

গবেষক আরিফুর রহমান (2015), *'Food Adulteration: A Serious Public Health Concern in Bangladesh'* শীর্ষক প্রবন্ধে খাদ্য নিরাপত্তা মানবাধিকার হলেও খাদ্যে ভেজাল কীভাবে স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়াচ্ছে তা আলোচনা করতে গিয়ে খাদ্যে ভেজাল মেশানোর বর্তমান অবস্থা এবং এর ইতিবাচক পরিবর্তনের বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। তিনি বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ভূমিকার উপর ।

উপর্যুক্ত আলোচনায় লক্ষ্য করা যায় যে, নিরাপদ খাদ্যের অধিকার, খাদ্যে ভেজালের ধরন, প্রকরণ ও এর ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে গবেষণা হয়েছে। এছাড়া ইসলামের দৃষ্টিতে খাদ্যে ভেজাল, ভোক্তার অধিকার, খাদ্য জালিয়াতির অপরাধ এবং খাদ্যে ভেজাল দেয়া নিয়ে গবেষণা হয়েছে। তবে বাংলাদেশে খাদ্যবিক্রেতাগণ ইসলামী নীতির প্রত্যাশিত অনুশীলন করছেন কি না - এ ব্যাপারে গবেষণা অপ্রতুলতা লক্ষ্য করা যায়। আলোচ্য প্রবন্ধে খাদ্যে ভেজাল রোধে শুধু খাদ্যবিক্রেতাদের ইসলামী নীতি অনুশীলনের বাস্তবতা প্রশ্নমালা জরিপের মাধ্যমে, মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করে অনুসন্ধান করা হয়েছে।

খাদ্যে ভেজাল রোধে ইসলামী নীতি

নিরাপদ খাদ্যের সুরক্ষায় স্বয়ং আল্লাহর রাসূল ﷺ বাজার পরিদর্শন করে ভোক্তার অধিকার খর্ব হচ্ছে কি-না তা তদারকি করতেন। খাদ্যপণ্যে ভেজাল দৃষ্টিগোচর হলে বিক্রেতাকে সতর্ক করতেন এবং পরকালীন কঠিন শাস্তির হুঁশিয়ারি দিতেন। আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, একবার আল্লাহর রাসূল ﷺ বাজারে খাদ্যস্তুপের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি ﷺ খাদ্যস্তুপে হাত প্রবেশ করিয়ে দেখলেন ভেতরের খাদ্য

ভেজা। বিক্রেতার কাছে এর কারণ জানতে চাইলে সে বললো, "হে আল্লাহর রাসূল, বৃষ্টিতে ভিজে গেছে।" তিনি ﷺ বললেন,

أَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَىْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّى

তুমি ভেজা খাদ্যগুলো উপরে রাখনি কেন যাতে মানুষ দেখতে পায়? যে ব্যক্তি প্রতারণা করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় (Muslim 2000, 102)।

পরবর্তী সাহাবীদের যুগেও এ ধারা অব্যাহত ছিলো। খলীফা উমার রা. আব্দুল্লাহ ইবন উতবা রা. কে বাজার তদারকির জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে নিয়োগ দান করেছিলেন। উমর রা. বাজারে বিচরণ করে লোকদের উদ্দেশ্যে বলতেন,

لا يبع في سوقنا إلا من يفقه

যে ক্রয়বিক্রয়ের নিয়ম পদ্ধতি জানে, সে ব্যক্তিই কেবল আমাদের বাজারে ব্যবসায় করতে পারবে (Sābiq 2003, 137)।

খাদ্যে ভেজাল মেশানোর মাধ্যমে ভেজালকারীরা অনেক অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়েন, যার প্রত্যেকটি ইসলামের দৃষ্টিতে বড় ধরনের অপরাধ। যেমন; খাদ্যে ভেজালকারীরা ভেজাল পণ্য বিক্রির জন্য মিথ্যা কথা বলেন বা মিথ্যা শপথ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

ثَلاَثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: .. وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْفَاجِرِ، ..

আল্লাহ তা'য়ালা কিয়ামত দিবসে তিন শ্রেণির ব্যক্তির সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে ঐ ব্যবসায়ী, যে মিথ্যা শপথ করে পণ্য বিক্রয় করে (Muslim 2000, 293)।

ভেজালকারীরা ভোক্তার সাথে প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা করে। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

كَبُرَتْ خِيَانَةً أَنْ تُحَدِّثَ أَخَاكَ حَدِيثًا هُوَ لَكَ بِهِ مُصَدِّقٌ وَأَنْتَ بِهِ كَاذِبٌ

সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতা হচ্ছে, তুমি তোমার ভাইয়ের কাছে এমন কথা বলবে, যা সে সত্য বলে গ্রহণ করবে অথচ তুমি তাকে মিথ্যা বলেছ (Abū Dāūd 1999, 4971)।

তাই প্রতারণা না করে দোষত্রুটি বলে পণ্য বিক্রি করতে হবে।

ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা হলো মানুষের অধিকার আদায় করা। যা হাক্কুল ইবাদ (বান্দার হক) নামে পরিচিত। খাদ্যে ভেজাল মেশানোর মাধ্যমে বান্দার অধিকার আদায়ের ব্যত্যয় ঘটে। অথচ আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

الْمُفْلِسُ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ بِصَلاَتِهِ وَصِيَامِهِ وَزَكَاتِهِ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا فَيَقْعُدُ فَ يَقْتَصُّ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْتَصّ مَا عَلَيْهِ مِنَ الخَطَايَا أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ

আমার উম্মতের মধ্যে নিঃস্ব সেই ব্যক্তি যে দুনিয়া থেকে নামায, রোযা, যাকাত আদায় করে আসবে, সাথে ঐ লোকেরা আসবে যাদের কাউকে সে গালি দিয়েছে, কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করেছে, কাউকে হত্যা করেছে বা কাউকে প্রহার করেছে। তখন ঐসব পাওনাদারকে সে ব্যক্তির সওয়াব থেকে পরিশোধ করা হবে। এভাবে পরিশোধ করতে করতে যদি তার সওয়াব শেষ হয়ে যায়, তখন ঐসব লোকদের পাপসমূহ এ ব্যক্তির উপর চাপানো হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে (Al Tirmidhī 1998, 2418)।

খাদ্যে ভেজালকারীরা নিম্নমানের ও ভেজাল খাবার দিয়ে অন্যায়পথে অন্যের সম্পদ ভক্ষণ করেন, মহান আল্লাহ বলেন;

﴿وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ﴾

তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের ধন অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং মানুষের ধন-সম্পদের কিয়দংশ জেনেশুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিচারকগণকে ঘুষ দিও না। (Al Qur'ān, 2:188)।

ভেজাল খাবার খেয়ে মানুষ অসুস্থ হয়ে মৃত্যুর দিকে ধাবিত হয়। অথচ ইসলামে নিরপরাধ কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করা পুরো মানব জাতিকে হত্যার সমতুল্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং এ থেকে নিষেধ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে আল কুরআনে এসেছে;

﴿وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾

যে প্রাণ হত্যাকে আল্লাহ নিষিদ্ধ করেছেন, যথার্থ কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করো না। তোমাদেরকে তিনি এ নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা অনুধাবন কর। (Al-Qur'ān, 6:151)

সুতরাং খাদ্যে ভেজালকারীরা মিথ্যা বলা, প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা করা, অন্যের সম্পদ ভক্ষণ করা এবং বান্দার হক নষ্ট করার সাথে সাথে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে মানব হত্যার মতো মারাত্মক সব অপরাধে জড়িত থাকে। ইসলামী শরীয়তে এগুলো থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

খাদ্যবিক্রেতার খাদ্যে ভেজাল রোধে ইসলামী নীতি অনুশীলনের বাস্তবতা

প্রবন্ধের এ অংশে সারণি ১ তে খাদ্যে ভেজালকারীদের অপরাধ সম্পর্কে খাদ্যবিক্রেতাদের দৃষ্টিভঙ্গি যাচাই এবং সারণি ২-৭ অংশে বিক্রেতাদের খাদ্যে ভেজাল রোধে ইসলামী নীতি অনুশীলনের বাস্তবতা বিশ্লেষিত হয়েছে। সারণি ৮ তে ইসলামী নীতির প্রত্যাশিত অনুশীলন না হওয়ার কারণ অনুসন্ধান এবং সারণি ৯ অংশে প্রত্যাশিত অনুশীলন ও খাদ্যে ভেজাল থেকে মুক্তি পেতে বিক্রেতাদের বক্তব্য বিশ্লেষিত হয়েছে।

খাদ্যে ভেজালকারীদের অপরাধ সম্পর্কে খাদ্যবিক্রেতাদের দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামের দৃষ্টিতে খাদ্যে ভেজালকারীরা যে সকল অপরাধের সাথে জড়িত থাকে সে বিষয়ে বিক্রেতাদের অভিমত সারণি ১-এ দেখানো হলো।

বিবেচ্য বিষয়	অবশ্যই	বেশিরভাগ ক্ষেত্রে	মাঝে মাঝে	করে না	মোট উত্তরদাতা
মিথ্যা শপথ করে	৫৮	৯	২	১	৭০ জন
প্রতারণা করে	৫৫	১০	৩	১	৬৯ জন
হাক্কুল ইবাদ (বান্দার হক) নষ্ট করে	৩৬	২৪	৭	১	৬৮ জন
অন্যায়ভাবে সম্পদ ভক্ষণ করে	২৮	২৯	১১	১	৬৯ জন
ধীরে-ধীরে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়	৩১	২০	১৪	৫	৭০ জন

সারণি ১: খাদ্যে ভেজালকারীদের অপরাধ সম্পর্কে উত্তরদাতাদের তথ্য বিন্যাস

সারণি ১-এ প্রদত্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ৫৮ জন অর্থাৎ প্রায় ৮৩ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন খাদ্যে ভেজালকারীরা অবশ্যই মিথ্যা কথা বলেন বা মিথ্যা শপথ করে থাকেন। মিথ্যা বলার মাধ্যমে তারা ভোক্তার সাথে প্রতারণা করেন বলে মন্তব্য করেন প্রায় ৮০ শতাংশ উত্তরদাতা। ব্যবসায় ভেজালের মাধ্যমে প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিভিন্ন হাদীসে জঘন্যতম ঘৃণ্য ও নিন্দনীয় আচরণ হিসেবে অভিহিত করেছেন (Ali 2022, 37)। প্রতারণার কারণে বিক্রেতা ও ভোক্তার মধ্যে চরম আস্থাহীনতা তৈরি হয়। ফলে পারস্পরিক বিশ্বাসবোধ ও মানবিক মূল্যবোধ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে (Islam 2018, 140)।

আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে হাক্কুল ইবাদ অনেকটাই উপেক্ষিত। উত্তরদাতাদের ৫৩ শতাংশের মতে খাদ্য ভেজালকারীরা অবশ্যই হাক্কুল ইবাদ হরণ করে এবং প্রায় ৩৫ শতাংশের তথ্যমতে মাঝে মাঝে তা হরণ করে। খাদ্যে ভেজালকারীরা অন্যায়ভাবে ক্রেতা বা ভোক্তার সম্পদ ভক্ষণ করে বলে দৃঢ়ভাবে উত্তর দেন ৪১ শতাংশ উত্তরদাতা এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এ অপরাধ সংঘটিত হয় বলে ৪২ শতাংশ উত্তরদাতার অভিমত। ভেজাল খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে ভোক্তা অসুস্থ হয়ে পড়ে ও ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ধাবিত হয়। অর্থাৎ খাদ্য ভেজালকারীরা পরোক্ষভাবে মানব হত্যার মতো অপরাধের সাথে জড়িত কি-না? এমন জিজ্ঞাসার উত্তরে খাদ্যবিক্রেতার ৪৪ শতাংশ দৃঢ়ভাবে একমত এবং ২৯ শতাংশ মনে করেন সবসময় না হলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তা ঘটে। সারণি ১ থেকে প্রমাণিত, খাদ্যে ভেজালকারীরা যে বিভিন্ন অপরাধের সাথে জড়িত, প্রায় সকল খাদ্যবিক্রেতা এ বিষয়ে একমত।

বিক্রেতাদের খাদ্যে ভেজাল রোধে ইসলামী নীতি অনুশীলনের বাস্তবতা বিশ্লেষণ

অধিকাংশ বিক্রেতার মূল লক্ষ্য অধিক মুনাফা অর্জন। যার সহজ পন্থা, খাদ্যে নিম্নমানের উপাদান মেশানো। নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ অনুসারে, "যার মধ্য হতে কোন স্বাভাবিক উপাদানকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে অপসারণপূর্বক অপেক্ষাকৃত স্বল্প মূল্যের ভিন্ন কোন উপাদান মিশ্রিত করার মাধ্যমে আপাত ওজন বা পরিমাণ বৃদ্ধি বা আকর্ষণীয় করে খাদ্যক্রেতার আর্থিক বা স্বাস্থ্যগত ক্ষতি সাধন করা হয় (Nirapod 2013, 8827)। এ অপরাধ ইসলামের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ। আল কুরআনে বলা হয়েছে:

﴿وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواْ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়ে দিও না এবং জানা সত্ত্বেও সত্যকে গোপন করিও না (Al Qur'ān, 2:42)।

খাদ্যপণ্যে নিম্নমানের উপাদান মেশানো হয় কিনা সে বিষয়ে উত্তরদাতাগণ যে-সব মতামত দিয়েছেন তা সারণি ২-এ দেখানো হলো।

বিবেচ্য বিষয়	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
সবসময় করেন	৮	১১.৬
বেশিরভাগ ক্ষেত্রে করেন	৪০	৫৮.০
মাঝে মাঝে করেন	১৯	২৭.৫
লক্ষ করি না	২	২.৯
মোট	৬৯	১০০.০

সারণি ২: খাদ্যপণ্যে নিম্নমানের উপাদান মেশানোর বিষয়ে উত্তরদাতাদের তথ্য বিন্যাস

উত্তরদাতাদের ৫৮ শতাংশ মনে করেন, খাদ্যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিম্নমানের উপাদান মেশানো হয়। প্রায় ২৮ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন, মাঝে মাঝে এবং ১১.৬ শতাংশ উত্তরদাতার মতে সবসময় খাদ্যে নিম্নমানের উপাদান মেশানো হয়। অর্থাৎ মোট উত্তরদাতা ৬৯ জনের মধ্যে ৬৭ জনই মনে করেন, কোনো না কোনোভাবে খাদ্যে নিম্নমানের উপাদান মেশানো হয়।

আমাদের দেশে অসাধু ব্যবসায়ীরা মাছ, মাংস, সবজি, ফলমূল সংরক্ষণের জন্য ফরমালিন ব্যবহার করে থাকে। মানবদেহে ফরমালিন গ্রহণের সর্বোচ্চ মাত্রা 0.3 part per million. এর অতিরিক্ত হলেই মানব দেহ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। অতিরিক্ত ও অননুমোদিত ফরমালিন ব্যবহৃত খাদ্য গ্রহণের ফলে মানুষ স্নায়বিক রোগ, ক্যান্সারের মতো জীবনঘাতী রোগ, লিভার সিরোসিস, কিডনি বিকলতা এবং ফুসফুসের ক্ষতির কারণে এ্যাজমা, অ্যালার্জি প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হয়। খাবারে কৃত্রিম রং মিশিয়ে খাবারকে উজ্জ্বল ও আকর্ষণীয় করে বাজারে বিক্রয় করা হয়। এ রংযুক্ত খাবার গ্রহণের ফলে মানুষের কিডনি বিকল হয়ে যায়। তারা ক্যান্সারসহ অন্যান্য রোগে আক্রান্ত হতে পারে। শিশুরা এই ঝুঁকির মধ্যে পড়ে। রংয়ের মধ্যে নীল-২ ব্রেইন টিউমার, সবুজ-৩ ব্লাডার ক্যান্সার, হলুদ-৩ অ্যালার্জি, হলুদ-৬ ক্যান্সার ও কিডনি জটিলতা, লাল-৩ থাইরয়েড টিউমার রোগের কারণ (Abul Hashem, Arif & Nahar 2012-13, 361-363)। অবৈধভাবে সবিক্রন ৪২৫ ইসি নামক কীটনাশক এবং ডিডিটি পাউডারের ব্যবহার হচ্ছে শুটকীতে। এর ফলে ক্যান্সারসহ বহু রোগে আক্রান্ত হচ্ছে সাধারণ মানুষ (Talash Porbo-134)।

খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের সময় খাদ্যকে সংরক্ষণ করা, আকর্ষণীয় রং ও গন্ধযুক্ত করা এবং নির্দিষ্ট আকার প্রদান করার জন্য বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক উপাদান ব্যবহার করা হয়। অ্যান্টিবায়োটিক, সীসা, টক্সিন, মার্কারি, গোল্ড, কপার, ফরমালিন, কার্বাইড, মেলামাইন ইত্যাদি কেমিক্যাল খাবারের সাথে মিশে তা মানুষের শরীরে

রক্তের সাথে মিশে যায়। ফলে ধীরে ধীরে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন লিভার, কিডনি, ফুসফুস ইত্যাদি নষ্ট হয়ে যায় (Islam 2018, 130)। বাজারে অননুমোদিত রং ও রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে খাদ্যপণ্য বিক্রির বিষয়ে উত্তরদাতাদের মতামত সারণি ৩-এ দেখানো হলো।

বিবেচ্য বিষয়	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
সবসময় করেন	৮	১১.৮
বেশিরভাগ ক্ষেত্রে করেন	১৯	২৭.৯
মাঝে মাঝে করেন	৩৩	৪৮.৫
একেবারেই করে না	৩	৪.৪
লক্ষ করি না	৫	৭.৪
মোট	৬৮	১০০.০

সারণি ৩: বাজারে অননুমোদিত রং ও রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে খাদ্যপণ্য বিক্রির বিষয়ে উত্তরদাতাদের তথ্য বিন্যাস

সারণি ৩ থেকে দেখা যায় যে, প্রায় ৮৮ (১১.৮+২৭.৯+৪৮.৫) শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন, খাদ্যে মাত্রাতিরিক্ত বা অননুমোদিত রং, ফরমালিন, রাসায়নিক পদার্থ মেশানো হয়। ফল বিক্রেতাদের অনেকেই মনে করেন খুচরা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সংরক্ষক বা ফরমালিন মেশানো হয় না, তবে পাইকারিভাবে যেখান থেকে ফল চালান আসে সেখানে কিছু দেওয়া থাকে। তাছাড়া আপেল, মাল্টা এতদিন নষ্ট হয় না কেন? সকল বয়সের মানুষের জন্য ফরমালিন ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ, তা নারী-পুরুষ উভয়কে নীরবে তবে নিশ্চিতভাবেই আক্রান্ত করে (Islam 2020, 13)। অনুমোদিত রংয়ের মূল্য অনেক বেশি হওয়ায় অননুমোদিত রং ব্যবহার হয় বলে উত্তরদাতাগণ মনে করেন। এসকল অননুমোদিত এবং নিষিদ্ধ রং মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণ, এমনকি দীর্ঘমেয়াদে তা ক্যান্সারের কারণ হতে পারে (Choudhary et al. 2020, 2564)। তবে ইদানীং মানুষ রংযুক্ত খাবার পরিহার করছে, তাই রংয়ের ব্যবহার কমেছে বলে মনে করেন কয়েকজন উত্তরদাতা। খাদ্যদ্রব্যে অননুমোদিত রংয়ের ব্যবহার কমলেও কমেনি বিক্রেতাদের রোগাক্রান্ত মাছ, পশু বা উদ্ভিদ থেকে সংগৃহীত খাদ্য বিক্রির প্রবণতা (সারণি ৪ দ্র.)।

বিবেচ্য বিষয়	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
সবসময় বিক্রি করেন	১৫	২২.৭
বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিক্রি করেন	২৭	৪০.৯
মাঝে মাঝে বিক্রি করেন	২২	৩৩.৩
লক্ষ করি না	২	৩.০
মোট	৬৬	১০০.০

সারণি ৪: রোগাক্রান্ত মাছ, পশু বা উদ্ভিদ থেকে সংগৃহীত খাদ্য বিক্রির বিষয়ে উত্তরদাতাদের তথ্য বিন্যাস

সারণি ৪ থেকে দেখা যায়, প্রায় ৪১ শতাংশ উত্তরদাতার মতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রোগাক্রান্ত মাছ, পশু বা উদ্ভিদ থেকে সংগৃহীত খাদ্য বিক্রি করা হয়। উত্তরদাতাগণ বলেন, গরু-ছাগল জবেহের পর সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্বশীল লোকজন এসে টাকার বিনিময়ে পরীক্ষা ছাড়াই বিভিন্ন পরিমাণ (৫০/১০০/২০০) টাকা নিয়ে সিল মেরে দেয়। একজন উত্তরদাতা মন্তব্য করেন, "এ সিল দেওয়ার মাধ্যমে আমাদের সকালটা শুরু হয় দুর্নীতি দিয়ে।" অনুরূপভাবে রোগাক্রান্ত সবজি ও উদ্ভিদ কম দামে বিক্রি হলেও, তা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কি-না তা পরীক্ষা ও তদারকির তেমন ব্যবস্থা নেই। এ সকল কারণে প্রায় ২৩ শতাংশ খাদ্য বিক্রেতা মনে করেন, সবসময় রোগাক্রান্ত মাছ, পশু বা উদ্ভিদ থেকে সংগৃহীত খাদ্য বিক্রি করা হয়।

ইসলামে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মদীনার নিকটবর্তী কুবা এলাকার লোকদের পবিত্রতার প্রশংসা করে বলা হয়েছে;

﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾

সেখানে রয়েছে এমন লোক, যারা পবিত্রতাকে বেশি ভালোবাসেন। আর আল্লাহ পবিত্র লোকদের ভালোবাসেন (Al Qur'ān, 9:108)।

অন্যত্র বলা হয়েছে; নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তওবাকারীদের ভালোবাসেন এবং ভালোবাসেন অধিক পবিত্রতা অর্জনকারীদের (Al Qur'ān, 2:222)।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশে খাদ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ বা পরিবেশন করা হয় কিনা সে প্রশ্নের উত্তরে যে মতামত এসেছে তা সারণি ৫-এ দেখানো হলো:

বিবেচ্য বিষয়	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
সবসময় করেন	১৪	২০.৩
বেশিরভাগ ক্ষেত্রে করেন	৩৯	৫৬.৫
মাঝে মাঝে করেন	১৫	২১.৭
লক্ষ্য করি না	১	১.৫
মোট	৬৯	**১০০.০**

সারণি ৫: অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ বা পরিবেশনের বিষয়ে উত্তরদাতাদের তথ্য বিন্যাস

সারণি ৫ থেকে দেখা যায় যে, অপরিষ্কার ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে খাদ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ ও পরিবেশন করা হয় এমনটাই মনে করেন প্রায় ৫৭ শতাংশ উত্তরদাতা। ২০.৩ শতাংশ খাদ্যবিক্রেতার মতে এমনটি সর্বদা হয়ে থাকে। মাছি, তেলাপোকা, ইঁদুর ইত্যাদির উপস্থিতি খাদ্য দোকানগুলোতে সাধারণ ব্যাপার।

কোনো ব্যক্তি যদি সিলমোহর অথবা স্ট্যাম্প জাল করেন; বিকৃত করেন; কোনো ব্যক্তিকে প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে বা প্রতারিত হতে পারে এরূপ বিশ্বাসে কোনো ওজন বা পরিমাপ বৃদ্ধি, হ্রাস বা পরিবর্তন করেন, তা হলে তিনি সর্বনিম্ন ৬(ছয়) মাস হতে অনূর্ধ্ব ২(দুই) বছরের কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন (Ojon Ain 2018, 14887)। ক্রেতাকে সঠিক ওজনে পণ্য দেয়া হয় কিনা সেই বিষয়ে উত্তরদাতাদের মতামত সারণি ৬-এ দেখানো হলো:

বিবেচ্য বিষয়	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
সবসময় ওজন সঠিক থাকে	৪৭	৬৭.১
বেশিরভাগ সময় ওজন সঠিক থাকে	১৭	২৪.৩
মাঝে মাঝে সঠিক থাকে	৪	৫.৭
লক্ষ করা হয় না	২	২.৯
মোট	৭০	১০০.০

সারণি ৬: সঠিক ওজনে খাদ্যপণ্য বিক্রয় সম্পর্কে উত্তরদাতাদের তথ্য বিন্যাস

সারণি ৬ থেকে দেখা যায় যে, বিক্রেতাদের মধ্যে সঠিক ওজনে খাদ্যপণ্য বিক্রির প্রবণতার হার উল্লেখযোগ্য। যা ৬৭.১ শতাংশ উত্তরদাতার মন্তব্য থেকে বোঝা যায়। তারা মনে করেন, সবসময় সঠিক ওজনে খাদ্যপণ্য বিক্রি করা হয়। কয়েকজন উত্তরদাতা বলেন ৯৫ শতাংশ খাদ্যপণ্য সঠিক ওজনে বিক্রি হয়। এর অন্যতম কারণ ভোক্তার সচেতনতা বৃদ্ধি এবং ডিজিটাল দাঁড়িপাল্লার ব্যবহার। তবে মুসলমান ক্রেতা-বিক্রেতা ধর্মীয় কারণে ওজন দেখে-শুনে নেন বলে অনেকে মনে করেন। মহান আল্লাহ বলেন;

﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ، الَّذِيْنَ إِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ، وَإِذَا كَالُوْهُمْ أَو وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ، أَلاَ يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ، لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ، يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ﴾

মাপে কম দানকারীদের জন্য দুর্ভোগ। যারা লোকদের নিকট থেকে যখন মেপে নেয়; তখন পূর্ণ মাত্রায় নেয়। যখন লোকদের মেপে দেয় বা ওজন করে দেয় তখন কম করে দেয়। তারা কি চিন্তা করে না যে তারা পুনরুত্থিত হবে। সেই মহা দিবসে। যেদিন মানুষ দাঁড়াবে বিশ্ব পালনকর্তার সামনে (Al Qur'ān, 83: 1-5)।

পরিমাপ ও ওজনের মাধ্যমে হোক, গণনার মাধ্যমে হোক; কিংবা অন্য কোনো পন্থায় প্রাপককে তার ন্যায্য প্রাপ্য থেকে কম দিলে 'তাতফিফ' এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে তা হারাম হয়ে যাবে (Ibn Kathīr 2000, 1971)। হযরত শু'আইব আ.-এর কওম ওজনে ও মাপে কম দিত। মহান আল্লাহ তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিয়েছিলেন (Al Ghalib 2010, 271)। এ স্পষ্ট বর্ণনা থাকার পরেও মুসলিম প্রধান দেশগুলোতে মাছ, মাংস এবং মুরগি বিক্রির ক্ষেত্রে এখনো ওজনে কারচুপি লক্ষ করা যায়। একজন উত্তরদাতা বলেন, কিছুদিন পূর্বে খাসির মাংসের ওজন এক কেজির পরিবর্তে ৯২০ গ্রাম দেন। ফলে মোবাইল কোর্ট জরিমানা করেন। আরেকজন উত্তরদাতার বক্তব্য; মুরগি নড়াচড়া করতে থাকে এ অবস্থায় তাড়াহুড়া করে মাপ দেওয়া হয়, যা সঠিক মাপের ক্ষেত্রে বাধার কারণ।

মানুষ নিজেরাই মহান আল্লাহর প্রদত্ত পবিত্র ও নিরাপদ খাদ্যকে বিভিন্ন ভেজাল মিশ্রণ করে অপবিত্র ও অনিরাপদ করে ফেলছে (Islam 2019, 99)। অথচ খাদ্যে ভেজাল নৈতিকতা বিরোধী মানবিক মূল্যবোধ বিবর্জিত ঘৃণ্য অপরাধের নাম। সর্ববিধ চিন্তা-চেতনা, আচার-আচরণ, লেনদেন প্রভৃতিতে ভেজাল ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করার কারণে মানবতার বিকাশ ও উন্নয়ন চরমভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে (Islam 2018, 129)। অধিক লাভের আশায় পণ্যসামগ্রী আটকে রাখার ফলে বাজারে কৃত্রিম সংকট তৈরি হয় এবং পরিণামে ভোক্তারা বেশি মূল্যে পণ্যসামগ্রী ক্রয় করতে বাধ্য হয়।

এমতাবস্থায় খাদ্যে ভেজালের প্রবণতা বাড়ে। তাই সম্পদ পুঞ্জীভূতকারী এবং পণ্য মজুদকারী উভয়ই সমান অপরাধী হিসেবে বিবেচিত হবে (Shamim 2012, 147)। আশে-পাশের খাদ্যবিক্রেতা খাদ্যে ভেজাল দেন কি-না এমন প্রশ্নে খাদ্যে ভেজালের ভয়াবহ চিত্র ফুটে উঠে। যা সারণি ৭-এ দেখানো হলো:

বিবেচ্য বিষয়	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
সবসময় ভেজাল দেয়	৬	৮.৮
বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভেজাল দেয়	২৪	৩৫.৩
মাঝে মাঝে ভেজাল দেয়	৩১	৪৫.৬
লক্ষ করি না	৭	১০.৩
মোট	৬৮	১০০.০

সারণি ৭: আশে-পাশের বিক্রেতাদের খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল দেওয়া সম্পর্কে উত্তরদাতাদের তথ্য বিন্যাস

সারণি ৭ অনুযায়ী, প্রায় ৮০ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বা মাঝে মাঝে খাদ্যে ভেজাল হয়ে থাকে। প্রায় ১০ শতাংশ উত্তরদাতা এসব বিষয় লক্ষ করেন না বলে এড়িয়ে গেলও মোটেই খাদ্যে ভেজাল হয় না এমন উত্তর কেউ দেননি।

উপরিউক্ত সারণিগুলো (২-৭) থেকে উত্তরদাতাদের উত্তর বিশ্লেষণে দেখা যায় অপরাধ জেনেও (সারণি ১) খাদ্যবিক্রেতারা খাদ্যে ভেজালের সাথে জড়িত। অর্থাৎ খাদ্যে ভেজাল রোধে ইসলামি নীতির প্রত্যাশিত অনুশীলন হচ্ছে না।

৬.৩ খাদ্যে ভেজাল রোধে ইসলামী নীতির প্রত্যাশিত অনুশীলন না হওয়ার কারণ

ভেজাল প্রতিরোধে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা সত্ত্বেও ভেজালের দূষণ থেকে পরিত্রাণ মিলছে না। ধর্মীয় মানদণ্ডে এর অন্যতম কারণ হচ্ছে নৈতিকতার চরম অভাব (Islam 2018,129)। নৈতিকতার অভাবে খাদ্যে ভেজালের সাথে সংশ্লিষ্টজন এ অপরাধ টিকিয়ে রাখতে সহায়তা করছে। সারণি ৮তে এর চিত্র তুলে ধরা হলো:

বিবেচ্য বিষয়	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার	উত্তরের শতকরা হার
খাদ্য তদারকি সংশ্লিষ্টদের চাঁদা	২৩	১০.৩	৩২.৯
বিভিন্ন লাইসেন্স পেতে অতিরিক্ত টাকা	৪৩	১৯.২	৬১.৪
স্থানীয়দের চাঁদা	৩৯	১৭.৪	৫৫.৭
ভোক্তা উৎপাদনের চেয়ে কমমূল্যে পণ্য চাই	১৬	৭.১	২২.৯
বেশি লাভ	৫৮	২৫.৯	৮২.৯
শাস্তি/দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হওয়া	২৯	১২.৯	৪১.৪
অন্যের দেখাদেখি	১৩	৫.৮	১৮.৬
অন্য কারণ	৩	১.৩	৪.৩
মোট	২২৪	১০০.০	৩২০.০

সারণি ৮: খাদ্যপণ্যে ভেজালের কারণ সম্পর্কে উত্তরদাতাদের তথ্য বিন্যাস

[এই প্রশ্নে উত্তরদাতাদের একাধিক উত্তর প্রদানের সুযোগ ছিলো।]

সারণি ৮-এ প্রদত্ত উত্তর বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ বিক্রেতাদেরকে খাদ্যে ভেজাল দিতে উদ্বুদ্ধ করে বা প্রভাবিত করে। অর্থাৎ বিক্রেতাদের জন্য সুস্থ পরিবেশের নিশ্চয়তা নেই। এমতাবস্থায় ইসলামী আইনে বিক্রেতাদের শাস্তি দেওয়ার সুযোগ নেই।[১] চাঁদা/ঘুষ দিয়ে পার পাওয়া যায় এমন প্রবণতা ভেজালকে ত্বরান্বিত করে। এর অন্যতম একটি কারণ আমাদের দেশে ভদ্রবেশী অপরাধীকে (White collar crime) শাস্তি প্রদানের তেমন নজির নেই।[২] প্রায় ৩৩ শতাংশ উত্তরদাতার মতে খাদ্য তদারকির সাথে সংশ্লিষ্টজন (খাদ্য পরিদর্শক, বিএসটিআই, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, ভ্রাম্যমাণ আদালত) তাদের নিকট থেকে চাঁদা আদায় করেন। এ চাঁদা আদায়ে বিভিন্ন পন্থা রয়েছে; চাঁদা গ্রহণ, খাবার খেয়ে বিল না দিয়ে চলে যাওয়া, নমুনার নামে বেশি পরিমাণে খাবার বিনামূল্যে নিয়ে যাওয়া, সম্মান করে কিছু বিল কম রাখা ইত্যাদি। তাই, খাদ্যে জালিয়াতির সিংহভাগই প্রাথমিকভাবে প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক (Lakshmi 2012)।

বিশেষত মোবাইল কোর্টের ব্যাপারে বক্তব্য হলো, বিক্রেতারা সহযোগিতামূলক আচরণ পান না। একজন উত্তরদাতা বলেন; 'দোকানে ঢুকলেই জরিমানা করে। আগে কথা বলতাম এবং অভিযোগের ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করতাম। কিন্তু কথা বললেই জরিমানার পরিমাণ বাড়ে। তাই এখন কথা বলি না, আমার আব্বা কথা বলতে নিষেধ করেন।' তাদের মতে অনেকটা চোর-পুলিশ খেলা চলে। ভ্রাম্যমাণ আদালত আসলে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়; আশে-পাশের সব দোকান বন্ধ হয়ে যায়। কয়েকজন উত্তরদাতার মতে এক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি লক্ষণীয়; ভ্রাম্যমাণ আদালতের পুলিশ, কর্মচারী বা ম্যাজিস্ট্রেট যে দোকানদারের পরিচিত সেখানে অভিযান চালান না। অভিযান পরিচালনাকারী বিভাগসমূহের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মধ্যে অবিশ্বাস ও ভুল বোঝাবুঝিও রয়েছে (Islam 2015, 51)।

প্রায় ৬২ শতাংশ উত্তরদাতার মতে খাদ্যব্যবসা সংক্রান্ত বিভিন্ন লাইসেন্স পেতে সরকারি ফির অতিরিক্ত টাকা ঘুষ হিসেবে দিতে হয়। না দিলে বারবার ঘুরেও নির্ধারিত সময়ে লাইসেন্স পাওয়া বা নবায়ন করা যায় না। সিটি কর্পোরেশনের ট্রেড লাইসেন্স নবায়নে বিভিন্ন জনের নিকট বিভিন্ন পরিমাণ টাকা নেওয়া হয়। প্রায় ৫৬

১. এ ক্ষেত্রে উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে, খলীফা উমর রা. দুর্ভিক্ষের সময় এক বছর চুরির সুনির্দিষ্ট শাস্তি (হদ্দ) কার্যকর স্থগিত করেন। কারণ দুর্ভিক্ষ কোনো স্বাভাবিক পরিস্থিতি নয় (Kamali 2014, 345)। একইভাবে অনেক বিশেষজ্ঞের মতে, যে সমাজে অশ্লীলতা ও ব্যভিচারের দিকে উদ্বুদ্ধকরণের সকল উপাদান বিদ্যমান সেখানে ব্যভিচারের হদ্দ প্রয়োগ করা উচিত নয় (El Awa,1972, 272)।

২. ই.এইচ সাদারল্যান্ড ১৯৩৯ সালে American sociological society তে সর্বপ্রথম White collar crime প্রত্যয়টি ব্যবহার করেন। তিনি ১৯৪৫ সালে "Is White Collar Crime is Crime?" নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। আবার ১৯৪৯ সালে *White Collar Crime* নামে গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তার মতে ভদ্রবেশী অপরাধ হচ্ছে আর্থসামাজিকভাবে উচ্চ শ্রেণি কর্তৃক অপরাধ, আইন ভঙ্গমূলক কাজ যা তাদের পেশাগত কাজের প্রক্রিয়ায় ঘটে থাকে। এ শ্রেণির অপরাধীরা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পেশাগত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। ফলে সাধারণ মানুষ তাদের অপরাধ ধরতে পারে না। আবার তারা নিজেরাও অপরাধ স্বীকার করতে চান না (Sutherland 1940, 1-12)

শতাংশ উত্তরদাতা বলেন স্থানীয় প্রভাবশালীদের চাঁদা দিতে হয়। যারা বাইরে থেকে এসে এখানে ব্যবসা করেন তাদেরকে নিয়মিত চাঁদা দিতে হয়। এছাড়া অনেকে খাবার খেয়ে বিল দেন না কিংবা আংশিক দেন অথবা বাকি নিয়ে পরে পরিশোধ করেন না। বিশেষত রাস্তার পাশের দোকানদারদের নিকট থেকে দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক বিভিন্ন পদ্ধতিতে অননুমোদিতভাবে চাঁদা আদায় করা হয়। একজন উত্তরদাতা বলেন; 'আগে আমার দোকান রাস্তায় ছিল। তখন দৈনিক ১০০ টাকা চাঁদা দিতাম।' রাস্তার দোকানগুলোতে পুলিশের মাধ্যমেও চাঁদা আদায় করা হয়। যে কারণে ফুটপাত/রাস্তার পাশে দোকানগুলোতে খাদ্যতদারকির সাথে সংশ্লিষ্টজন তদারকি করেন না।

প্রায় ২৩ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন, ভোক্তা উৎপাদনের চেয়ে কম মূল্যে খাদ্যপণ্য পেতে চায় যা খাদ্যে ভেজালকে উদ্বুদ্ধ করে। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ আকবর আলী খান বলেন; অর্থনৈতিক দিক থেকে দুধে পানি মেশানোর কারণ হলো, খাঁটি দুধের সঠিক দাম দেওয়ার ক্ষমতা বেশিরভাগ ক্রেতারই নেই (Khan 2017, 19)। আরেকটি গবেষণায় দেখা যায়, ৩০ শতাংশ ভোক্তা মূল্যের উপর নির্ভর করে পণ্য পছন্দ করেন (Arefin et al. 2020, 27)। ক্রেতা কমদামে খাদ্যপণ্য চাইলে বিক্রেতা নিম্নমানের পণ্য দিয়ে খাবার তৈরি করে বিক্রি করে। যেমন; যখন ক্রেতা হালখাতার জন্য কম রেটে বেশি পরিমাণে মিষ্টি নেন। তখন পাশের মিষ্টির দোকানদার স্বল্প মূল্যের উপাদান বেশি মিশিয়ে হালখাতার মিষ্টি সরবরাহ করেন বলে মন্তব্য করেন একজন উত্তরদাতা। অধিক মুনাফার লোভ খাদ্যে ভেজালের অন্যতম কারণ। উত্তরদাতাদের প্রায় ৮৩ শতাংশ মনে করেন বেশি লাভের সীমাহীন চাহিদা খাদ্যে ভেজালকে বাড়িয়ে দেয়। খাদ্য শিল্পকে আক্রান্তকরণের দীর্ঘমেয়াদি সমস্যা হলো অর্থনৈতিক দূষণ (Choudhary et al. 2020, 2564)। ৪১.৪ শতাংশের মতে ভেজালকারীদের শাস্তি নিশ্চিত না হওয়ায় অন্যান্য ব্যবসায়ী তাদের মতো কমমূল্যে পণ্য দিতে পারেন না বিধায় তারা ক্ষতিগ্রস্ত হন। উত্তরদাতাদের প্রায় ১৭ শতাংশ মনে করেন অনেকে অন্যের দেখাদেখি খাদ্যে ভেজাল দেন।

৬.৪ সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত ও খাদ্যপণ্যে ভেজাল থেকে মুক্তির উপায়

সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত এবং খাদ্যে ভেজাল থেকে মুক্তির উপায় সম্পর্কে খাদ্যবিক্রেতাদের মতামত সারণি ৯ তে বিশ্লেষণ করা হলো;

বিবেচ্য বিষয়	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার	উত্তরের শতকরা হার
সচেতনতা বৃদ্ধি করা	২৭	২৬.২	৪১.৫
শাস্তি/দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিতকরণ	২৯	২৮.২	৪৪.৬
নিয়মিত অভিযান পরিচালনা	৮	৭.৮	১২.৩
আইনের যথাযথ প্রয়োগ	৯	৮.৭	১৩.৮
ধর্মীয় অনুশীলন বৃদ্ধি	৪	৩.৯	৬.২
অন্যান্য	২৬	২৫.২	৪০.০
মোট	১০৩	১০০.০	১৫৮.৫

সারণি ৯: খাদ্যপণ্যে ভেজাল থেকে মুক্তির উপায় সম্পর্কে উত্তরদাতাদের তথ্য বিন্যাস

[এই প্রশ্নে উত্তরদাতাদের একাধিক উত্তর প্রদানের সুযোগ ছিলো।]

সচেতনতা বৃদ্ধি ভেজাল রোধের অন্যতম মাধ্যম বলে মনে করেন প্রায় ৪২ শতাংশ উত্তরদাতা। এক্ষেত্রে গণমাধ্যমের প্রচারণা জনগণের মন, আচরণ ও অভ্যাসে প্রভাব ফেলে। গণমাধ্যম ভোক্তাকে বুদ্ধিমত্তা ও চতুরতার সাথে তাদের পণ্য ও দ্রব্য ক্রয়ে অনুপ্রাণিত করে (Singh 2014, 257)। মূল্যবোধের পশ্চাতে আইন, ধর্ম ও শিক্ষার ব্যাপক প্রভাব ক্রিয়াশীল (Islam 2019, 110)। ধর্মীয় অনুশীলন বৃদ্ধি করতে হবে মনে করেন বিক্রেতাদের একটি অংশ। কারণ; ইসলাম প্রত্যেক অপরাধ ও শাস্তির সাথে আল্লাহভীতি ও পরকালের চেতনা উপস্থাপন করে মানুষের ধ্যান-ধারণাকে এমন এক জগতের দিকে ঘুরিয়ে দেয়, যার কল্পনা মানুষকে যাবতীয় অপরাধ ও গোনাহ থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে (Ali 2009, 23)। সচেতনতা বৃদ্ধিতে নিয়মিত তদারকি এবং ক্রেতা, বিক্রেতা ও তদারকি সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের উপর আইনের যথাযথ প্রয়োগে গুরুত্ব দেন উত্তরদাতাগণ। একজন উত্তরদাতা মন্তব্য করেন; 'যে যার মতো চলছে সরকার কি করে? একদিন জরিমানা করে ৬ মাস আর এদিকে আসে না। যে পরিমাণ জরিমানা করে, ভেজালকারীরা ততদিনে তার চেয়ে বহুগুণ বেশি লাভ করে।'

কিছু অপরাধপ্রবণ মানুষ রয়েছে, সচেতনতা, সতর্কীকরণ, ধর্মীয় ভয়-ভীতি কোনোকিছুই তাদেরকে অপরাধ থেকে দূরে সরাতে পারে না। এ গুটিকয়েক অপরাধীদের শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে মনে করেন প্রায় ৪৫ শতাংশ উত্তরদাতা। বড় অপরাধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির নজির কম, যা দেখে অন্যান্য অপরাধীরা সতর্ক হবে। অপরাধের মাত্রা ও চূড়ান্ত প্রভাব চিন্তা করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা মৃত্যুদণ্ড বিবেচনায় নিতে হবে (Rahman et al. 2015, 5)। নতুবা এদের দ্বারা অন্যান্য সাধারণ মানুষ প্রভাবিত হবে।

খাদ্যে ভেজালের সমস্যা সমাধানে উপরিউক্ত মন্তব্য ছাড়াও ৪০ শতাংশ উত্তরদাতা বিভিন্ন মন্তব্য করেন; চোর-পুলিশ খেলা বন্ধ করে, ক্রেতা-বিক্রেতা ও তদারকি টিমের সকলে একে অপরের সহযোগী হয়ে এবং খবরদারি ও নেতিবাচক প্রবণতা বাদ দিয়ে সামগ্রিকভাবে সমাধানের দিকে যেতে হবে। ভোক্তার মানসিকতার পরিবর্তন দরকার, তাদের চাহিদা উৎপাদন খরচের সাথে যৌক্তিক হতে হবে। 'কনডেন্সড মিল্কের ৩৯০ গ্রামের একটি ক্যান তৈরিতে প্রায় ২-২.২৫ লিটার দুধ লাগে। ৬৫ টাকা লিটার হলে খরচ প্রায় ১৫০ টাকা। এ পরিস্থিতিতে আমরা একটি দুধের ক্যান কীভাবে ৫০-৫৫ টাকায় পেতে চাই? এমন বহু ঘটনা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ঘটে, কিন্তু আমরা কখনো মূল্য ও মানের কথা একসাথে চিন্তা করি না (Rahman et al. 2015, 3-4)।

উত্তরদাতাগণ মন্তব্য করেন, রাস্তার খাবার বিক্রেতাদের আইনের আওতায় আনতে হবে। তাদেরকে সচেতন করে ও লাইসেন্স দিয়ে তদারকির অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ভেজাল দ্রব্য আমদানি বন্ধে কঠোর হতে হবে। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সিন্ডিকেটমুক্ত বাজার ব্যবস্থা নিশ্চিত করে প্রকৃত অপরাধী কোম্পানিকে শাস্তির আওতায় আনতে হবে। গ্রেডিং পদ্ধতি চালু করে সৎ ব্যবসায়ীদের স্বীকৃতি দিতে হবে এবং পুরস্কারের ব্যবস্থা করতে হবে বলে উত্তরদাতাগণ মনে করেন।

ইসলামী নীতির আলোকে দিক-নির্দেশনা

নিম্নে খাদ্যবিক্রেতাদের ইসলামী নীতির প্রত্যাশিত অনুশীলনে কিছু কৌশলগত দিক-নির্দেশনা উল্লেখ করা হলো:

ক. নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ বৃদ্ধি

নৈতিক অবক্ষয়ের ফলে বিক্রেতাগণ বিবেক দ্বারা পরিচালিত না হয়ে সহজেই লোভের বশবর্তী হয়ে পারিপার্শ্বিকতা দ্বারা প্রভাবিত হন। আবার তদারকি টিমের ঘুষ, অনিয়ম ও দুর্নীতি এবং স্থানীয় চাঁদাবাজির মূল কারণ নৈতিক অবক্ষয়। আমাদের দেশে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের উন্নয়নে তেমন কোনো রোডম্যাপ নেই। অথচ এর উন্নয়ন ছাড়া দীর্ঘমেয়াদে স্থায়ী অপরাধ দমন সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে উন্নত নৈতিকতার ভিত্তি ইসলামে এর সমাধান রয়েছে । আদেশ-নিষেধ সম্পর্কিত কুরআন ও সুন্নাহর ভাষা আধুনিক সংবিধিবদ্ধ আইন থেকে আলাদা। কুরআনের বিধান কেবল আদেশ ও নিষেধ এবং তার পরিণামের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তাতে মানুষের বিবেকের প্রতি একটি আবেদন থাকে। এখানে বাস্তবিকভাবে বোঝানো হয় আদেশ মেনে চললে কল্যাণ পাওয়া যাবে এবং নিষেধ থেকে বেঁচে থাকলে কষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। এ নৈতিক আবেদনে উদ্বুদ্ধকরণ বা সতর্ককরণ অথবা কোনো আদেশ পালন বা লঙ্ঘনের সম্ভাব্য পরিণতি উল্লেখ থাকে। এতে পরকালে কোনো পুরস্কার বা শাস্তির প্রতিশ্রুতি হিসেবে সর্বশেষ পরিণতির ঘোষণা থাকে। তাই নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের উন্নয়নে ধর্মীয় শিক্ষা জরুরি।

খ. ধর্মের প্রকৃত মর্মার্থ অনুধাবন

নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ বৃদ্ধিতে সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম ধর্মের প্রকৃত মর্মার্থ অনুধাবন। যোগ্য আলেম ও ইসলামি চিন্তাবিদ; যারা অধিকাংশ জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্য এবং দেশ ও জনগণের কল্যাণ যাদেরকে তাড়িত করে তাদেরকে দিয়ে ইসলামী নীতি প্রচারণার ব্যবস্থা করতে হবে। তারা শরয়ী বিধান, জনগণের প্রত্যাশা ও রাষ্ট্রীয় কল্যাণের সাথে সমন্বয় সাধন করতে পারবেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ইমামদের খুতবা, ওয়াজ-মাহফিল, টকশো, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারণাও এক্ষেত্রে কার্যকর হবে।

গ. সচেতনতা বৃদ্ধি

অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ ও পরিবেশনের মাধ্যমে যে ভেজাল হয় সচেতনতার মাধ্যমে খুব সহজে এর সমাধান সম্ভব। অনেক ব্যবসায়ী অপরাধের মাত্রা এবং খাদ্যে ভেজালের ক্ষতিকর প্রভাব ও ধর্মীয় চরম শাস্তির বিষয়ে ভালোভাবে জানেন না। ক্রেতাদের সচেতনতা ও প্রতিবাদ এ অপরাধ রোধে সহযোগিতা করবে। নিয়মিত তদারকি ও আইনের যথাযথ প্রয়োগ সচেতনতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে।

ঘ. সুষ্ঠু পরিবেশের নিশ্চয়তা

বিক্রেতাদের অপরাধমুক্ত পরিবেশে ব্যবসা করার যথাযথ সুযোগ না দিয়েই শাস্তির বিধান দেওয়া হয়েছে। ইসলামী আইনের নির্দেশনা হলো আগে নিয়ম মেনে চলার

পরিবেশ দিতে হবে। সুস্থ পরিবেশ ছাড়া অপরাধের অনুকূল পরিবেশে শাস্তি দেওয়া যাবে না। তদারকি সংশ্লিষ্টদের অনিয়ম, ঘুষ, দুর্নীতি বন্ধ করে ব্যবসায়ীদের সাথে সহযোগিতামূলক মনোভাব জরুরি। খাদ্যপণ্যের উৎপাদন খরচের সাথে ক্রেতাদের চাহিদাও যৌক্তিক হতে হবে। স্থানীয় চাঁদা ও লাইসেন্সসহ সরকারি সেবা পেতে অতিরিক্ত অর্থের সংস্কৃতি বন্ধ করতে হবে। একপক্ষকে শাস্তি না দিয়ে নিরাপদ খাদ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে মাথায় রেখে দীর্ঘমেয়াদে সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

ঙ. দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও পুরস্কারের ব্যবস্থা

অপরাধের সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধির সাথে শাস্তির কঠোরতা ও নমনীয়তার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। ইতিহাস থেকে দেখা যায়, যখন অপরাধের কঠোর শাস্তি প্রদান করা হয়েছে, তখন অপরাধ দ্রুত কমেছে । তাই সমাজ বা রাষ্ট্রের চরম ক্ষতি করে এমন অপরাধীর প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন অযৌক্তিক ও ক্ষতিকর। শাস্তি যত দৃষ্টান্তমূলক ও প্রকাশ্যে হবে মানুষের মধ্যে তার প্রভাব বেশি পড়বে। তাই ইসলামে অনেক শাস্তি প্রকাশ্য ও জনগণের উপস্থিতিতে কার্যকর করার ব্যবস্থা করেছে। তা'যীরের মাধ্যমে খাদ্যে ভেজাল সংক্রান্ত অপরাধের মাত্রা ও চূড়ান্ত প্রভাব বিচার করে প্রয়োজনে জনগণের সামনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

আবার সৎ ব্যবসায়ীদের শহীদদের মর্যাদা এবং কিয়ামতের দিন আরশের ছায়াতলে আশ্রয়ের ঘোষণা দিয়েছে ইসলাম। সৎ ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন স্বীকৃতি প্রদান ও পুরস্কারের ব্যবস্থা করতে হবে। এতে অন্য ব্যবসায়ীরা প্রভাবিত হবে এবং আমরা প্রত্যাশিত লক্ষ্যের দিকে যেতে পারব।

উপসংহার

খাদ্যে ভেজাল রোধে খাদ্যবিক্রেতা কর্তৃক ইসলামী নীতির প্রত্যাশিত অনুশীলন হচ্ছে না। কারণ খাদ্যে ভেজাল রোধে ইসলামি নীতির প্রকৃত মর্মার্থ তারা জানেন না। ফলে ধর্মীয় নির্দেশনা পুরোপুরি আমলে না নিয়ে পারিপার্শ্বিকতা দ্বারা প্রভাবিত হন। অধিক মুনাফার চিন্তা এবং ক্রেতার উৎপাদিত মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে খাদ্য পাওয়ার প্রবণতা ব্যবসায়ীদের ভেজালে উদ্বুদ্ধ করে। আবার তদারকি টিমের অনিয়ম, দুর্নীতি ও ঘুষ খাদ্যে ভেজাল টিকিয়ে রাখতে সহায়তা করে। প্রচলিত আইনে অপরাধমুক্ত পরিবেশের নিশ্চয়তা না দিয়ে ভদ্রবেশী অপরাধকে অনেকটা পাশ কাটিয়ে একতরফাভাবে শুধু বিক্রেতাদের শাস্তি দেওয়ার প্রবণতা রয়েছে। ফলে আইনের প্রতি বিক্রেতাগণ শ্রদ্ধাশীল নন।

ইসলামে অপরাধ দমনে দুটি পন্থা হলো, মানব মনকে সচেতন করা এবং ইসলামের বাস্তব শাস্তি কার্যকর করা। একপক্ষকে শাস্তি না দিয়ে নিরাপদ খাদ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে মাথায় রেখে দীর্ঘমেয়াদে সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। তদারকি সংশ্লিষ্টদের অনিয়ম, ঘুষ ও দুর্নীতি রোধে ইসলামের প্রকৃত মর্মার্থ বুঝিয়ে তাকওয়া বৃদ্ধি করতে হবে। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, সচেতনতা বৃদ্ধিই মূল হাতিয়ার। সচেতনতা বৃদ্ধিতে নৈতিক ও ধর্মীয় বিধি-নিষেধ যেমন প্রভাবক হিসেবে

কাজ করে, তেমনি নিয়মিত অভিযান এবং আইনের যথাযথ প্রয়োগ সচেতনতার মাত্রা বৃদ্ধি করে। এত কিছুর পরেও যাদের সচেতনতা জাগ্রত হয় না তাদের জন্য কার্যকরী মাধ্যম হতে পারে শাস্তি প্রদান করা। সর্বশেষ সচেতনতা বৃদ্ধির পথ হলো– বড় অপরাধের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান। বাংলাদেশের এ বাস্তবতায় ইসলামী নীতির প্রকৃত অনুশীলন খাদ্যে ভেজাল রোধে দীর্ঘমেয়াদি সুফল দিতে পারে।

Bibliography

Al Qur'ān Al Karīm

Abū Dāwūd, Sulaimān Ibn Al Ash'ath .1999. *Sunan Abī Dāūd.* Riyād: Dār Al salām.

Abū Ḥabīb, Sa'dī. 1988. *Al Qāmūs Al Fiqhī.* Dimashq: Dār Al Fikr

Abul Hashem, Md., Md. Arif and Kamrun Nahar. 2012-2013. *KhaddoDrobbe Vejal Rodhe Porosovar Grihito Karzokrom o Karonio:3ti Porosovar Upor Akti Somikkha.* Dhaka: National Local Government Institute.

Al 'Abbād, Muḥsin.1421H. *Sharḥ Sunan Abī Dāūd*. Bairūt: Dār Al Bashāir Al Islāmiyyah.

Al 'Asqalānī, Aḥmad Ibn 'Alī Ibn Ḥajar. 1379H. *Fatḥul Bārī*. Bairūt: Dār Al Ma'rifa.

Al Ghalib, Muhammad Asadullah. 2010. *Nobider Kahinii*. Rajshahi: Hadith Foundation Bangladesh.

Al Maruf, Md. Hasan. Assistant Director, the Directorate of National Consumers' Right Protection. Divisional office, Rajshahi. Interview date: 03 November 2022.

Al Tirmidhī, Abū 'Īīsā Muḥammad Ibn 'Īīsā Ibn Sawrata Ibn Mūsā. 1998. *Sunan Al Tirmidhī.* Bairūt: Dār Al Gharb Al Islāmī

Ali, Ahmad. 2009. *Islamer Shasti Ain.* Dhaka: Bangladesh Islamic Centre

Ali, Md. Zafar. 2022. ''Uttpadito Khaddoponne Vejal Protirodhe Rasulullah (PBUH) er Nirdeshona'' *Islami Ain O Bichar* 18: 69-70, 27-52.

Arefin, A., Arefin, P., Habib, S., & Arefin, M. S. 2020. 'Study on Awareness about Food Adulteration and Consumer Rights among Consumers in Dhaka, Bangladesh' *Journal of Health Science Research*, 5(2), 69–76. https://doi.org/10.18311/jhsr/2020/25038

Bhatt, Shuchi Rai. 2010. *"Impact Analysis of Food Adulteration on Health in Some Selected Urban Area of Varanasi".* PhD diss. V. B. S Purvanchal University, India

Choudhary, A., Gupta, N., Hameed, F., & Choton, S. 2020. 'An overview of food adulteration: Concept, sources, impact, challenges

and detection' *International Journal of Chemical Studies*, 8(1), 2564–2573. https://doi.org/10.22271/chemi.2020.v8.i1am.8655

El-Awā, Moḥamed.'Abdalla Selim 1972. *''The Theory of Punishment in Islamic Law: A Comparative Study''* PhD thesis, University of London. https://eprints.soas.ac.uk/33822/1/11010612.pdf

Human Rights 1948, United Nations Universal Declaration of Human Rights.

Ibn Kathīr, Abū Al Fidā Ismā'īl. 2000. *Tafsīr Al Qur'ān Al' Aẓīm* .Bairūt: Dār Ibn Ḥazam.

Islam, Jannatul, F. I. M. Muktadir Boksh & Ashraful Begum. 2015. ''Food Safety: A Study On Policy Framework Of Protecting Food Adulteration In Bangladesh'' *Journal for Worldwide Holistic Sustainable Development,* 1(3), 43-53.

Islam, Md. Nazrul. 2018. *Islame Vokta Odhikar.* Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh.

Islam, Md. Shofiqul. 2019. ''Ponne Vejal Protirodhe Islam: Poriprekkhit Bangladesh'' *Islami Ain O Bichar* 15:58, 109-136.

Islam, Mohammad. 2020. *Food Adulteration And Unethical Use Of Formalin*. Bachelor's Thesis. Centria University Of Applied Sciences. www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/344492/Islam%20Mohammad.pdf?sequence=2

Kamali, Muhammad Hashim. 2014. *Islami Ainer Mulniiti*.Translated by: Md Sajjadul Islam. Dhaka: Bangladesh Institute of Islamic Thought

Khan, Akbor Ali. 2017. *Porarthoporotar Orthoniiti.* Dhaka: The University Press Limited.

Lakshmi,V. 2012. ''Food Adulteration'' *International journal of science invention today* 1(2), 106-113

Muslim, Abū Al Ḥusain Muslim Ibn Ḥajjāj. 2000. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Al Riyāḍ: Dār Al Salām.

Nasmān, Muḥammad 'Abd Al Karīm. 2019. *Jarīmatul Ghash Fil Mawādd Al Ghadhāiyyah Wal Āthār Al Mutarattabah 'Alaihā*. Masters Thesis. Islamic University Gaza.

Nirapod Khaddo Ain-2013, the People's Republic of Bangladesh.

Ojon O Porimap Mandondo Ain, 2018. the People's Republic of Bangladesh.

Rahman, A., Sultan, Z., Rahman, M. S., & Rashid, M. A. 2015. ''Food Adulteration: a serious public health concern in Bangladesh''. *Bangladesh Pharmaceutical Journal*, 18:1, 1–7 Doi: 10.3329/bpj.v18i1.23503

Sābiq, Al Sayyid. 2003. *Fiqh Al Sunnah*. Bairūt: Muassasah Al Risālah.

Shamim, Kamrujjaman. 2012. ''Babsay-Banijje Mojuddari : Islamii Dristikon'' *Islami Ain O Bichar*. 8:31, 141-158.

Singh, Dhyan. 2014. "Effect of 'Jago Grahak Jago' communication campaigns in India to increase consumer awareness". *International Journal of Innovative Research and Development*. https://www.researchgate.net/profile/Dhyan_Singh/publication/263848091_jago_grahak_jago/links/0deec53c0bd14e71da000000.pdf

Sutherland, Edwin H. 1940. "White-Collar criminality" *American Sociological Review*, 5:1, 1. https://doi.org/10.2307/2083937

Talash.Aonusandhani Protibedon. Independent Television. Porbo: 134, www.google.com/search?q=তালাশ+১৩৪&oq

The Constitution of the People's Republic of Bangladesh

Vokta Odhikar Songrakkhan Ain, 2009. The People's Republic of Bangladesh.

পরিশিষ্ট

প্রবন্ধে ব্যবহৃত প্রশ্নসমূহ

গবেষণা প্রশ্নমালা-১

(খাদ্য বিক্রেতাদের জন্য। প্রাপ্ত তথ্যাবলি কেবল গবেষণা কাজে ব্যবহৃত হবে।)

১. (ক) আপনি কি মনে করেন যারা ভেজাল খাদ্য বিক্রি করে তারা মিথ্যা শপথ করে?

ক) অবশ্যই খ) বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গ) মাঝে মাঝে
ঘ) করে না ঙ) একেবারেই করে না

(খ) আপনি কি মনে করেন খাদ্যে ভেজালকারীরা ভোক্তার সাথে প্রতারণা করে?

ক) অবশ্যই খ) বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গ) মাঝে মাঝে
ঘ) করে না ঙ) একেবারেই করে না

(গ) আপনি কি মনে করেন খাদ্যে ভেজালকারীরা বান্দার হক নষ্ট করে?

ক) অবশ্যই খ) বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গ) মাঝে মাঝে
ঘ) করে না ঙ) একেবারেই করে না

(ঘ) আপনি কি মনে করেন খাদ্যে ভেজালকারীরা ভোক্তার সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে?

ক) অবশ্যই খ) বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গ) মাঝে মাঝে
ঘ) করে না ঙ) একেবারেই করে না

(ঙ) আপনি কি মনে করেন খাদ্যে ভেজালকারীরা ভোক্তাকে অন্যায়ভাবে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়?

ক) অবশ্যই খ) বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গ) মাঝে মাঝে
ঘ) করে না ঙ) একেবারেই করে না

২. আপনার জানা মতে কোনো বিক্রেতা মূল খাদ্যের সাথে নিম্নমানের উপাদান মিশিয়ে বিক্রয় করে কী?

ক) সবসময় খ) বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গ) মাঝে মাঝে
ঘ) একেবারেই করে না ঙ) লক্ষ করি না

৩. কোনো বিক্রেতা খাদ্যের সাথে মাত্রাতিরিক্ত বা অননুমোদিত রং, ফরমালিন বা অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে বিক্রয় করে কী?

ক) সবসময় খ) বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গ) মাঝে মাঝে
ঘ) একেবারেই করে না ঙ) লক্ষ করি না

৪. কোনো বিক্রেতা রোগাক্রান্ত মাছ, পশু বা উদ্ভিদ থেকে সংগৃহীত খাবার বিক্রয় করে কী?

ক) সবসময় খ) বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গ) মাঝে মাঝে
ঘ) একেবারেই করে না ঙ) লক্ষ্য করি না

৫. কোনো বিক্রেতা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ বা পরিবেশন করেন কি?

ক) সবসময় খ) বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গ) মাঝে মাঝে
ঘ) একেবারেই করে না ঙ) লক্ষ করি না

৬. খাদ্য বিক্রেতা হিসেবে আপনি কি মনে করেন সঠিক ওজনে খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করা হয়?

ক) সবসময় হয় খ) বেশির ভাগ সময় গ) মাঝে মাঝে
ঘ) কখনোই হয় না ঙ) লক্ষ করা হয় না

৭. আপনার জানা মতে আশে-পাশের কোনো বিক্রেতা খাদ্যপণ্যে ভেজাল দেয় কি-না?

ক) সবসময় খ) বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গ) মাঝে মাঝে
ঘ) একেবারেই দেয় না ঙ) লক্ষ করি না

৮. খাদ্যে ভেজাল মিশ্রণের কারণ কী কী? (একাধিক টিক হতে পারে)

ক) খাদ্য পরিদর্শক ও নমুনা সংগ্রহকারীদের চাঁদা খ) বিভিন্ন লাইসেন্স পেতে অতিরিক্ত টাকা
গ) স্থানীয়দের চাঁদ ঘ) ক্রেতা উৎপাদনের চেয়ে কম দামে চাই
ঙ) বেশি লাভ চ) শাস্তি/ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হওয়া
ছ) অন্যের দেখাদেখি জ) অন্য কারণ

৯. খাদ্যে ভেজাল রোধের উপায় কী, কী? লিখুন.....

ক) সচেতনতা বৃদ্ধি খ) নিয়মিত তদারকি
গ) আইনের যথাযথ প্রয়োগ ঘ) ধর্মীয় অনুশীলন বৃদ্ধি
ঙ) শাস্তি/ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিতকরণ চ) অন্যান্য...

আপনাকে ধন্যবাদ

দৃষ্টি আকর্ষণ

তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রস্তুতকৃত প্রশ্নমালা (Questionnaire) গবেষকের এমফিল পর্যায়ের গবেষণার জন্য তৈরিকৃত। এক্ষেত্রে প্রবন্ধের পরিধি ছোট হওয়ায় প্রবন্ধের লক্ষ্যকে সামনে রেখে মূল প্রশ্নমালা থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী তথ্য নেওয়া হয়েছে। প্রবন্ধে ৯টি সারণি ব্যবহার করা হয়েছে। সারণিগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের (মূল প্রশ্নমালা থেকে) তালিকা নিম্নরূপ;

সারণি নং	বিষয়বস্তু	মূল প্রশ্নমালায়; প্রশ্ন নম্বর
১	মিথ্যা শপথ, প্রতারণা, হাক্কুল ইবাদ (বান্দার হক) নষ্ট, অন্যায়ভাবে সম্পদ ভক্ষণ, ধীরে-ধীরে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া	১২,১৩,১৪,১৫, ১৬
২	খাদ্যপণ্যে নিম্নমানের উপাদান মেশানো	৭
৩	বাজারে অননুমোদিত রং ও রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে খাদ্যপণ্য বিক্রি	৯
৪	রোগাক্রান্ত মাছ, পশু বা উদ্ভিদ থেকে সংগৃহীত খাদ্য বিক্রি	৮
৫	অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ বা পরিবেশন	১০
৬	সঠিক ওজনে খাদ্যপণ্য বিক্রয়	৩
৭	আশে-পাশের বিক্রেতাদের খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল দেওয়া	১১
৮	খাদ্যপণ্যে ভেজালের কারণ	১৭
৯	খাদ্যপণ্যে ভেজাল থেকে মুক্তির উপায়	১৮

নোট: তথ্য সংগ্রহের মূল প্রশ্নমালা নিম্নে সংযুক্ত

গবেষণা প্রশ্নমালা-২

(খাদ্য বিক্রেতাদের জন্য। প্রাপ্ত তথ্যাবলি কেবল গবেষণা কাজে ব্যবহৃত হবে।)

সুপ্রিয় বিক্রেতা

এই গবেষণার লক্ষ্য খাদ্যে ভেজাল রোধে ইসলামি নীতি ও বাংলাদেশে অনুশীলনের বাস্তবতা অনুসন্ধান করা। আপনার সুচিন্তিত মতামত প্রদান করে গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করার জন্য আপনার সহযোগিতা কামনা করছি। আপনার মতামত ও তথ্যাবলি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হবে এবং শুধু গবেষণার কাজে তা ব্যবহার করা হবে। এই গবেষণার বিশেষ লক্ষ্যসমূহ নিম্নরূপ:

১. খাদ্যে ভেজাল রোধে ইসলামি নীতি অনুসন্ধান ।

২. খাদ্যে ভেজাল রোধে বাংলাদেশে প্রচলিত পদ্ধতি ও ইসলামি নীতির তুলনামূলক বিশ্লেষণ।

৩. বাংলাদেশে খাদ্যে ভেজাল রোধে ইসলামি নীতি অনুশীলনের বাস্তবতা অনুসন্ধান।

[এই প্রশ্নমালাটি ৩ নং বিশেষ লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে]

খাদ্য বিক্রেতার ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

১. **তথ্যদাতার নাম:** **মোবাইল নম্বর:** **ঠিকানা:**

লিঙ্গ: ক) পুরুষ খ) নারী গ) তৃতীয় লিঙ্গ

২. **বয়স:** ক) ৬-১৫ খ) ১৬-২৫ গ) ২৬-৩৫
ঘ) ৩৬-৪৫ ঙ) ৪৬-৫৫ চ) ৫৬-৬৫
ছ) ৬৬-তদুর্ধ।

৩. **বৈবাহিক অবস্থা:** ক) বিবাহিত খ) অবিবাহিত

৪. **শিক্ষাগত যোগ্যতা:** ক) স্বশিক্ষিত খ) প্রাথমিক
গ) মাধ্যমিক ঘ) উচ্চ মাধ্যমিক ঙ) স্নাতক-তদূর্ধ্ব

৫. **খাদ্যপণ্যের ধরন:** ক) হোটেল-রেস্তোরাঁ খ) ফাস্ট ফুড
গ) মিষ্টি ঘ) বেকারি ঙ) ফলমূল

৬. **বিক্রেতার ধরন:** ক) উৎপাদনকারী খ) প্রস্তুতকারী
গ) সরবরাহকারী ঘ) পাইকারি বিক্রেতা ঙ) খুচরা বিক্রেতা

৭. **কত বছর এ ব্যবসার সাথে আছেন:**
ক) ১-১০ বছর খ) ১১-২০ বছর গ) ২১-৩০ বছর
ঘ) ৩১-৪০ বছর ঙ) ৪১-তদূর্ধ্ব বছর

৮. **ধর্ম:** ক) ইসলাম খ) হিন্দু গ) বৌদ্ধ
ঘ) খ্রিষ্টান ঙ) অন্যান্য...

খাদ্যে ভেজাল বিষয়ক তথ্যাবলি

১. **খাদ্য বিক্রেতা হিসেবে আপনি নিচের কোন বিষয়গুলো বিবেচনা করেন? (একাধিক টিক হতে পারে)**
ক) ন্যূনতম লাভ খ) অধিক লাভ গ) বিক্রয় বৃদ্ধি
ঘ) ব্যবসায়িক সুনাম ঙ) নৈতিক মূল্যবোধ চ) অন্যের অনুকরণ
ছ) ধর্মীয় বিধি-নিষেধ জ) আইন মানা ঝ) অন্যান্য...

২. **বর্তমান বাজারে বিক্রীত খাদ্যপণ্য সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কী?**
ক) সবগুলো স্বাস্থ্যসম্মত খ) বেশিরভাগ স্বাস্থ্যসম্মত গ) বেশিরভাগ অস্বাস্থ্যকর
ঘ) সকল খাদ্যপণ্য অস্বাস্থ্যকর ঙ) জানা নেই

৩. **খাদ্য বিক্রেতা হিসেবে আপনি কি মনে করেন সঠিক ওজনে খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করা হয়?**
ক) সবসময় হয় খ) বেশির ভাগ সময় গ) মাঝে মাঝে
ঘ) কখনোই হয় না ঙ) লক্ষ করা হয় না

উত্তর যদি ক/খ/গ হয়ে থাকে, তাহলে সঠিক ওজন দেওয়ার কারণ কী?
১. ক্রেতা না ঠকে ২. নৈতিক দায়িত্ববোধ ৩. আইনগত শাস্তির ভয়
৪. পরকালীন শাস্তির ভয়

উত্তর যদি ঘ হয়, তাহলে বিক্রেতা সঠিক ওজন দেয় না কেন?
১. ন্যূনতম মুনাফা ২. অধিক মুনাফা ৩. প্রতিযোগিতা
৪. বাজার মনিটরিংয়ের অভাব

৪. **খাদ্যপণ্য বিক্রয়ের সময় আপনি মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ দেখে বিক্রয় করেন কি?**
ক) সবসময় হয় খ) বেশির ভাগ সময় গ) মাঝে মাঝে
ঘ) করি না ঙ) কখনোই করি না

উত্তর যদি ক/খ/গ হয়ে থাকে, তাহলে মেয়াদ যাচাই করেন কেন?
১. যাতে ক্রেতা না ঠকে ২. ধর্মীয় মূল্যবোধ
৩. স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ৪. অন্যান্য কারণ...

উত্তর যদি ঘ/ঙ হয়ে থাকে তাহলে খাদ্যপণ্যের মেয়াদ যাচাই করেন না কেন?
১. মেয়াদ দেখার প্রয়োজন হয় না ২. কোনো সমস্যা হয় না
৩. বাজার তদারকি সব সময় হয় না ৪. ক্রেতারা তেমন সচেতন নয়

৫. **খাদ্যপণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দোকানে মূল্য তালিকা প্রদর্শন করেন কী?**
ক) সবসময় করি খ) বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গ) মাঝে মাঝে
ঘ) করি না ঙ) কখনোই করি না

উত্তর যদি ক/খ/গ হয়ে থাকে, তাহলে কেন মূল্য তালিকা প্রদর্শন করেন?
১. নৈতিক মূল্যবোধের তাগিদে ২. আইনের কারণে
৩. ক্রেতারা সঠিক দাম জেনে পণ্য কিনতে পারে ৪. অন্য কারণে...

উত্তর যদি ঘ হয়ে থাকে, তাহলে কেন মূল্য তালিকা প্রদর্শন করেন না?
১. প্রয়োজন নেই ২. মনিটরিংয়ের অভাব
৩. ক্রেতারা দেখতে চায় না ৪. বেশি লাভ করা যায়

৬. **আপনার জানা মতে কোনো বিক্রেতা কি নকল খাদ্যপণ্য বিক্রয় করে?**
ক) সকল বিক্রেতা খ) বেশির ভাগ গ) কিছু কিছু
ঘ) করে না ঙ) কখনোই করে না

উত্তর যদি ক/খ/গ হয়, তাহলে কেন নকল খাদ্যপণ্য বিক্রয় করে?
১. বেশি লাভ ২. শাস্তি হয় না
৩. বাজার মনিটরিংয়ের অভাব ৪. অন্য কারণ...

উত্তর যদি ঘ হয়, তাহলে কেন নকল খাদ্যপণ্য বিক্রয় করে না?
১. ক্রেতা যাতে না ঠকে ২. আইনগত শাস্তি
৩. নৈতিক বাধ্য-বাধকতা ৪. অন্য কারণ....

৭. **আপনার জানা মতে কোনো বিক্রেতা মূল খাদ্যের সাথে নিম্নমানের উপাদান মিশিয়ে বিক্রয় করে কী?**
ক) সবসময় খ) বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গ) মাঝে মাঝে
ঘ) একেবারেই করে না ঙ) লক্ষ্য করি না

৮. কোনো বিক্রেতা রোগাক্রান্ত মাছ, পশু বা উদ্ভিদ থেকে সংগৃহীত খাবার বিক্রয় করে কী?

ক) সবসময় খ) বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গ) মাঝে মাঝে
ঘ) একেবারেই করে না ঙ) লক্ষ্য করি না

৯. কোনো বিক্রেতা খাদ্যের সাথে মাত্রাতিরিক্ত বা অননুমোদিত রং, ফরমালিন বা অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে বিক্রয় করে কী?

ক) সবসময় খ) বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গ) মাঝে মাঝে
ঘ) একেবারেই করে না ঙ) লক্ষ করি না

উত্তর ক/খ/গ হয়ে থাকলে কেন এগুলো মেশায়?

১. আকর্ষণীয় করতে ২. বেশি লাভ ৩. দীর্ঘ সময় সংরক্ষণ
৪. বাজার তদারকির অভাব

১০. কোনো বিক্রেতা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ বা পরিবেশন করেন কি?

ক) সবসময় খ) বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গ) মাঝে মাঝে
ঘ) একেবারেই করে না ঙ) লক্ষ করি না

১১. আপনার জানা মতে আশে-পাশের কোনো বিক্রেতা খাদ্যপণ্যে ভেজাল দেয় কি-না?

ক) সবসময় খ) বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গ) মাঝে মাঝে
ঘ) একেবারেই দেয় না ঙ) লক্ষ করি না

উত্তর যদি ক/খ/গ হয়ে থাকে তাহলে ভেজাল দেওয়ার কারণ কী?

১. ন্যূনতম লাভ ২. বেশি লাভ ৩. অন্যের দেখাদেখি
৪. বাজার তদারকির অভাব

উত্তর যদি ঘ হয়, তাহলে কেন ভেজাল দেয় না ?

১. নৈতিকতার কারণে ২. জরিমানার ভয়ে ৩. অন্য কারণে...

১২. আপনি কি মনে করেন যারা ভেজাল খাদ্য বিক্রি করে তারা মিথ্যা শপথ করে?

ক) অবশ্যই খ) বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গ) মাঝে মাঝে
ঘ) করে না ঙ) একেবারেই করে না

১৩. আপনি কি মনে করেন খাদ্যে ভেজালকারীরা ভোক্তার সাথে প্রতারণা করে?

ক) অবশ্যই খ) বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গ) মাঝে মাঝে
ঘ) করে না ঙ) একেবারেই করে না

১৪. আপনি কি মনে করেন খাদ্যে ভেজালকারীরা বান্দার হক (হাক্কুল ইবাদ) নষ্ট করে?

ক) অবশ্যই খ) বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গ) মাঝে মাঝে
ঘ) করে না ঙ) একেবারেই করে না

১৫. আপনি কি মনে করেন খাদ্যে ভেজালকারীরা ভোক্তার সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে?

ক) অবশ্যই খ) বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গ) মাঝে মাঝে
ঘ) করে না ঙ) একেবারেই করে না

১৬. আপনি কি মনে করেন খাদ্যে ভেজালকারীরা ভোক্তাকে অন্যায়ভাবে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়?

ক) অবশ্যই খ) বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গ) মাঝে মাঝে
ঘ) করে না ঙ) একেবারেই করে না

১৭. খাদ্যে ভেজাল মিশ্রণের কারণ কী কী? (একাধিক টিক হতে পারে)

ক) খাদ্য পরিদর্শক ও নমুনা সংগ্রহকারীদের চাঁদা
খ) বিভিন্ন লাইসেন্স পেতে অতিরিক্ত টাকা
গ) স্থানীয়দের চাঁদাবাজি ঘ) ক্রেতা উৎপাদনের চেয়ে কম দামে চাই
ঙ) বেশি লাভ চ) শাস্তি/ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হওয়া
ছ) অন্যের দেখাদেখি জ) অন্য কারণ

১৮. খাদ্যে ভেজাল রোধের উপায় কী, কী? লিখুন.....

ক) সচেতনতা বৃদ্ধি খ) নিয়মিত তদারকি
গ) আইনের যথাযথ প্রয়োগ ঘ) ধর্মীয় অনুশীলন বৃদ্ধি
ঙ) শাস্তি/ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিতকরণ চ) অন্যান্য...

আপনাকে ধন্যবাদ